কালবেলা

জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার মি. ফলকার তুর্ক গতকাল মঙ্গলবার নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে ২৪-এর গণঅভ্যুত্থান পূর্ববর্তী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কারী ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান সভায় স্বাগত বক্তব্য দেন। –প্রেস বিজ্ঞপ্তি

উপদেষ্টাদের সঙ্গে ফলকার টুর্কের বৈঠক

জুলাই গণহত্যার পুরোটা পর্যবেক্ষণ করছে জাতিসংঘ

ফলকার টুর্ক

কালবেলা প্রতিবেদক ও ঢাবি প্রতিনিধি ››

জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ফলকার টুর্ক বলেছেন, জুলাই গণহত্যার বিষয়ে ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি কাজ করছে। আমরা বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করছি। আমাদের হেড অফিস পুরো বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করছে।

গতকাল মঙ্গলবার রাজধানীর সচিবালয়ে আইন উপদেষ্টা ড. আসিফ নজরুলের সঙ্গে সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের ফলকার এসব কথা বলেন।

ফলকার বলেন, আইন উপদেষ্টার সঙ্গে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং মানবাধিকার ইস্যু নিয়ে কথা বলেছি। বর্তমান সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে সংস্কার উদ্যোগ নিয়েছে, সেক্ষেত্রে মানবাধিকার যেন নিশ্চিত করা হয়, তা নিয়েও কথা হয়েছে।

আইন উপদেষ্টার সঙ্গে বৈঠক শেষে ফলকার টুর্ক প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। সুপ্রিম কোর্টে প্রধান বিচারপতির দপ্তরে ৪০ মিনিট ব্যাপী তাদের মধ্যে বৈঠক হয়। এ সময় প্রতিনিধিদলের অন্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

পরে সুপ্রিম কোর্টের গণসংযোগ কর্মকর্তা শফিকুল ইসলাম সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানান, সৌজন্য সাক্ষাতে ফলকার টুর্ক বিচার বিভাগের আধুনিকায়নে প্রধান বিচারপতি ঘোষিত রোডম্যাপের প্রশংসা করেছেন। পাশাপাশি বিচার বিভাগের স্বাধীনতার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে প্রধান বিচারপতির নেওয়া উদ্যোগের সফলতা কামনা করেন। বিশেষ করে, বিচার বিভাগের পৃথক সচিবালয় প্রতিষ্ঠা, উচ্চ আদালতের বিচারক নিয়োগে স্বাধীন কমিশন গঠন দেশে সুশাসন নিশ্চিতকরণে কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

ফলকার টুর্ক গত সোমবার বাংলাদেশে দুদিনের সফরে আসেন। সকালে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছালে ফলকার টুর্ককে স্বাগত জানান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের জাতিসংঘ অনুবিভাগের মহাপরিচালক তৌফিক হাসান।

বাংলাদেশে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার অফিস জানায়, ফলকার টুর্ক সফরকালে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বেশ কয়েকটি বৈঠক করবেন। তার সফরসূচিতে রয়েছে, প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস, বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের বেশ কয়েকজন উপদেষ্টা, প্রধান বিচারপতি, সেনাপ্রধান ও বিভিন্ন সংস্কার কমিশনের প্রধানদের সঙ্গে দেখা করা।

টুর্ক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও একটি ভাষণ দেবেন, যেখানে সাম্প্রতিক প্রতিবাদ আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত শিক্ষার্থীদের সঙ্গে দেখা করবেন তিনি। জাতিসংঘের বিভিন্ন সংস্থা ও বাংলাদেশে কূটনৈতিক মিশনের সদস্যদের সঙ্গেও বৈঠক করবেন। হাইকমিশনার তার মিশন শেষে বুধবার বিকেল সাড়ে ৫টায় ঢাকায় সংবাদ সম্মেলন করবেন।

সমন্বয়ক-শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময়: ২৪-এর গণঅভ্যুত্থানের আন্দোলনকারী সমন্বয়ক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার ফলকার টুর্ক। গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান মতবিনিময় সভায় স্বাগত বক্তব্য দেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ ও ঢাকাস্থ জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী কার্যালয়ের কর্মকর্তারা সভায় উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় তরুণদের আঁকা দেয়াল লিখন ও গ্রাফিতি পরিদর্শন করেন ফলকার টুর্ক।

মতবিনিময় সভায় ফলকার টুর্ক বাংলাদেশে সাম্প্রতিক ও অতীতের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোর ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের সামনে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি দীর্ঘস্থায়ীভাবে মোকাবিলা করা এবং রাষ্ট্রীয় প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলো সংস্কারের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৫ কার্তিক ১৪৩১

DU in Media

30 October 2024

The Asian Age

Volker Turk, the United Nations High Commissioner for Human Rights, holds a views-exchange meeting with coordinators of the student movements from before the 24- mass uprising at Nabab Nawab Ali Chowdhury Senate Building of Dhaka University on Tuesday. -Agency

The Bangladesh Today

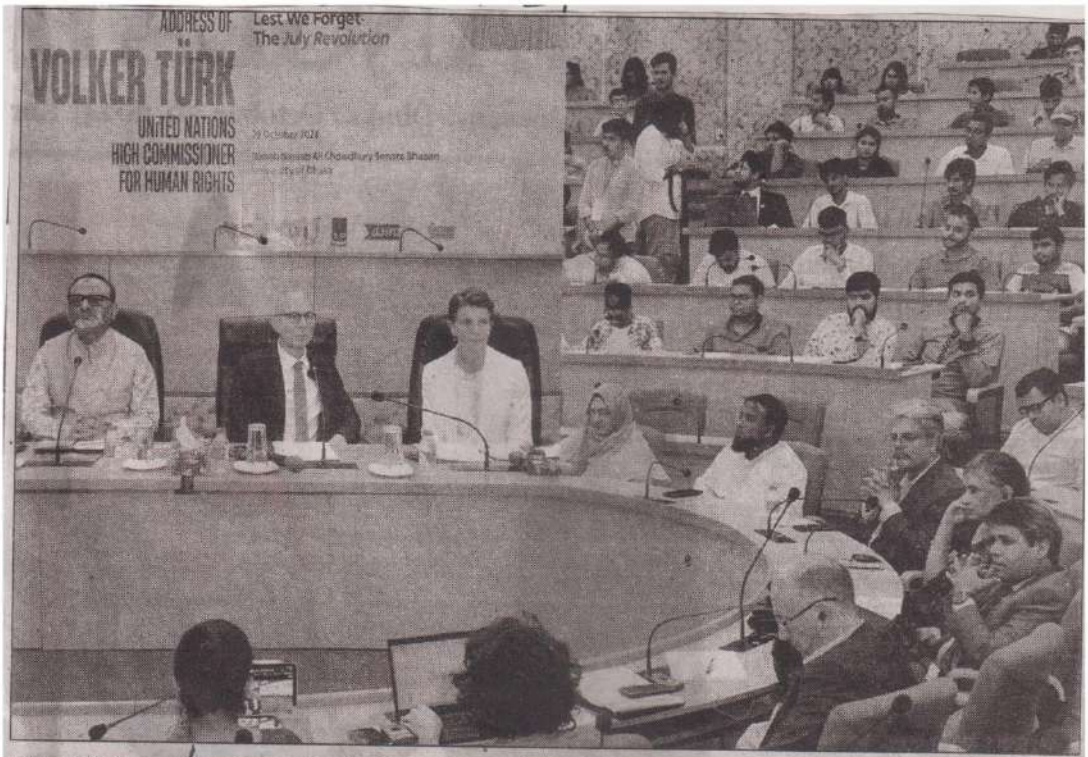

UN High Commissioner Volker Türk exchanged views with DU students yesterday. Photo: Courtesy

বর্তমান

জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার ফলকার তুর্ক মঙ্গলবার নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে ২৪-এর গণঅভ্যুত্থান পূর্ববর্তী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কারী ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান সভায় স্বাগত বক্তব্য দেন -বর্তমান

ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কারী ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনারের মতবিনিময়

ঢাবি প্রতিনিধি

জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার মি. ফলকার তুর্ক মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় তরুণদের আঁকা দেয়াল লিখন ও গ্রাফিতি পরিদর্শন করেন। পরে তিনি নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে ২৪-এর গণঅভ্যুত্থান পূর্ববর্তী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কারী ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় মিলিত হন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান সভায় স্বাগত বক্তব্য দেন। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদসহ ঢাকাস্থ জাতিসংঘের এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কারী

আবাসিক সমন্বয়কারী কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার মি. ফলকার তুর্ক বাংলাদেশে সাম্প্রতিক ও অতীতের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাসমূহের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, বাংলাদেশের সামনে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি দীর্ঘস্থায়ীভাবে মোকাবিলা করা এবং রাষ্ট্রীয় প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলো সংস্কারের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। মানবাধিকারের ওপর ভিত্তি করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া কার্যকর করতে হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সাংবাদিক, শ্রমজীবী, সমাজকর্মী এবং অন্যান্য মানবাধিকার রক্ষকদের নির্বিঘ্নে এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য একটি উন্মুক্ত পরিবেশ প্রয়োজন। বাংলাদেশের তরুণদের সংগ্রামের সাহসিকতা এবং আত্মত্যাগ আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। এই তরুণদের যাত্রাপথের সঙ্গী হতে এবং সমর্থন করতে আমরা প্রস্তুত। তথ্য অনুসন্ধান বা ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং মিশনের মাধ্যমে তরুণদের সঙ্গে ইতোমধ্যে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে। মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, নাগরিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং উত্তরণের প্রক্রিয়াগুলোতে আমরা অন্তবর্তীকালীন সরকারকে সহায়তা করতে চাই।'

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সংঘটিত জুলাই-আগস্টের নৃশংস ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতোমধ্যেই একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনতে এই তদন্ত কমিটি জাতিসংঘের তথ্যানুসন্ধান দলকে সম্ভাব্য সকল সহযোগিতা প্রদান করবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ছাত্র আন্দোলনের 'এপি সেন্টার' হিসেবে উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, এই আন্দোলনের সমন্বয়কারী ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়েই আমরা নতুন বাংলাদেশ গড়ার কাজে এগিয়ে যেতে চাই। তিনি বলেন, মানবাধিকার ও মানবিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'জুলাই বিপ্লব কর্ণার' স্থাপন করা হবে। এই গণঅভ্যুত্থানকে উপজীব্য করে একাডেমিক সম্মেলন ও কর্মশালা আয়োজন করা হবে।

ইত্তেফাক

সমন্বয়ক ও ঢাবি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময়

তরুণদের সংগ্রাম, আত্মত্যাগ আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে : জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার

■ বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

জাতিসংঘের (ইউএন) মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার ভলকার তুর্ক বাংলাদেশে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ছাত্র-জনতার আন্দোলনের সমন্বয়ক ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভা করেছেন। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে ঐ মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় তিনি শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বলেন, 'বাংলাদেশের তরুণদের সংগ্রামের সাহসিকতা এবং আত্মত্যাগ আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। এই তরুণদের যাত্রাপথের সঙ্গী হতে এবং সমর্থন করতে আমরা প্রস্তুত। তথ্য অনুসন্ধান বা ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং মিশনের মাধ্যমে তরুণদের সঙ্গে ইতিমধ্যে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে।'

তিনি বলেন, 'বাংলাদেশের সামনে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি দীর্ঘস্থায়ীভাবে মোকাবিলা করা এবং রাষ্ট্রীয় প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলো সংস্কারের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। মানবাধিকারের ওপর ভিত্তি করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া কার্যকর করতে হবে। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সাংবাদিক, শ্রমজীবী, সমাজকর্মী এবং অন্যান্য মানবাধিকার রক্ষকদের নির্বিঘ্নে এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য একটি উন্মুক্ত পরিবেশ প্রয়োজন। বাংলাদেশের তরুণদের সংগ্রামের সাহসিকতা এবং আত্মত্যাগ আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। এই তরুণদের যাত্রাপথের সঙ্গী হতে এবং সমর্থন করতে আমরা প্রস্তুত। তথ্য অনুসন্ধান বা ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং মিশনের মাধ্যমে তরুণদের সঙ্গে ইতিমধ্যে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে।' এ সময় ভলকার তুর্ক মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, নাগরিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং উত্তরণের প্রক্রিয়াগুলোতে অন্তবর্তীকালীন সরকারকে সহায়তার কথাও জানান।

ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সংঘটিত জুলাই-আগস্টের নৃশংস ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিমধ্যেই একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনতে এই তদন্ত কমিটি জাতিসংঘের তথ্যানুসন্ধান দলকে সম্ভাব্য সব সহযোগিতা প্রদান করবে।'

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ছাত্র আন্দোলনের এপি সেন্টার হিসেবে উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, 'এই আন্দোলনের সমন্বয়কারী ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়েই আমরা নতুন বাংলাদেশ গড়ার কাজে এগিয়ে যেতে চাই। মানবাধিকার ও মানবিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জুলাই বিপ্লব কর্নার স্থাপন করা হবে। এছাড়া আয়োজন করা হয় একাডেমিক সম্মেলন ও কর্মশালা।'

এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদসহ ঢাকাস্থ জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী কার্যালয়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এর আগে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে তরুণদের আঁকা দেওয়াল লিখন ও গ্রাফিতি পরিদর্শ জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় তরুণদের আঁকা দেওয়াল লিখন ও গ্রাফিতি পরিদর্শন করেন জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক এই হাইকমিশনার।

The Daily Star

Historic chance for genuine democracy

Says Volker Turk; OHCHR to open office in Dhaka soon

DIPLOMATIC CORRESPONDENT

UN rights boss Volker Turk has said Bangladesh has an historic opportunity to renew and revitalise a genuine democracy after the student-led mass uprising.

The United Nations high commissioner for human rights made the remarks in his speech addressing students at Dhaka University on the first day of his two-day visit to Bangladesh yesterday.

He said youths seized the moment to put the country on a different pathway after struggling with divisive politics for decades.

"Bangladesh now has an historic opportunity to renew and revitalise a genuine democracy. To deliver deep reform,"

Through this, the country can start a "process of truth, justice and healing" and ensure that the benefits of development are enjoyed by all people.

This is also an opportunity to rebuild the country on a "foundation of equality – where every voice is heard and valued, irrespective of class, gender, race, political ideology or religion".

He offered some observations in his speech. First, a human rights approach calls for truth, justice, and healing for recent events and past human rights violations.

Historic chance for genuine democracy

FROM PAGE 1

Second, at a broader level, Bangladesh has an important opportunity to confront longstanding human rights violations, rebuild an open, diverse and tolerant civic space, and reform key state institutions.

Third, human rights should underpin the democratic process.

A human rights approach calls for a level playing field that enables all political parties to participate freely.

Citizens must be able to participate in democratic governance and have a real say in decision making.

Free and fair elections require an environment where freedom of expression, association and peaceful assembly are respected.

Fourth, this is an opportunity for inclusive, sustainable development policies that benefit everyone, Turk said.

He also offered the students all-out support in their initiatives to rebuild the nation.

"My Office is ready to play its part, starting with the Fact-Finding Mission already underway."

"Inequality, cycles of revenge and retribution, marginalisation, corruption, and gross human rights violations must be consigned to the past. There must be no repetition, no going back. The present and future belong to equality, to justice."

Earlier, after meeting Turk at a city hotel, Social Welfare Adviser Sharmeen S Murshid said the Office of the High Commissioner for Human Rights will establish an office in Dhaka soon.

"It is a very important decision. The interim government agreed on the establishment of the UN Human Rights office in Dhaka. Its presence here will strengthen our position on human rights," she said.

The establishment of the human rights office will enable direct investigation into areas of human rights violations, Sharmeen added.

The adviser also said political governments did not properly investigate rights violations in the past. And when civil society groups probed rights violations and had the facts out, they came under pressure.

She said the UN delegation also asked the challenges the interim government faces and how it looks at the situation now.

"We all said where our challenges are and where the UN Human Rights office can stand by us."

Advisers Syeda Rizwana Hasan, Adilur Rahman, Farida Akter and Nahid Islam were also present.

After a meeting with Law Adviser Asif Nazrul at the Secretariat, Turk said the UN Human Rights Office wanted Bangladesh to revoke the death sentence.

In reply, Nazrul said the interim government saw no scope to do it now. "The Penal Code has provisions for the death sentence. There is no scope for amending it all of a sudden," he told reporters after the meeting.

Turk told the media that he asked for Bangladesh's human rights commission to be strengthened to uphold the rights.

The UN Fact-Finding Mission was giving due importance to human rights violations during the July-August mass uprising, he said and added the UN Headquarters was overseeing the entire matter.

A UN Fact-Finding Mission has been working since mid-September to probe the human rights violations between July 1 and August 15.

More than 1,695 murder cases, including at least 75 against high profile politicians and businesspersons linked to the Awami League, were filed after the fall of the regime.

Many of the cases were also filed under the International Crimes Tribunal (ICT) Act which has provisions for the death sentence.

Turk wanted to know more about the ICT Act, said Nazrul. The UN rights boss asked for the draft of the amendments to the ICT Act, which the government will provide.

Those accused in the cases under the ICT Act will be provided with all legal rights to defend themselves, the adviser said.

The adviser said the government may take forensic or technical support from the UN for justice. "There will be no injustice as was the case in the past."

Asked if the Awami League would be able to contest in the next election, Nazrul said, "It is for the people to decide whether this party should have political rights or not."

After the meeting with Turk, Home Adviser Lt Gen (retd) Jahangir Alam Chowdhury told the media that the UN rights boss asked for the interim government's cooperation to promote human rights issues.

He said the interim government would work as per the recommendations of the UN Fact-Finding Mission report.

Turk also stressed the protection of the victims and witnesses and Jahangir said the government would ensure it.

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৫ কার্তিক ১৪৩১

DU in Media

30 October 2024

সমকাল

ঢাবিতে ভলকার তুর্ক
মানবাধিকারের ভিত্তিতে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া কার্যকর করতে হবে

সমকাল প্রতিবেদক

মানবাধিকারের ওপর ভিত্তি করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া কার্যকর করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ভলকার তুর্ক। তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের সামনে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি দীর্ঘস্থায়ীভাবে মোকাবিলা করা এবং রাষ্ট্রের প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলো সংস্কারের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। মানবাধিকারের ওপর ভিত্তি করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া কার্যকর করতে হবে। এ সময় তিনি বাংলাদেশে সাম্প্রতিক ও অতীতের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোর ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কারী ও বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় সভায় ভলকার তুর্ক এসব কথা বলেন। ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান স্বাগত বক্তব্য দেন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সাইফুদ্দীন আহমদসহ ঢাকায় জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী কার্যালয়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনার বলেন, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সাংবাদিক, শ্রমজীবী, সমাজকর্মী ও অন্য মানবাধিকার রক্ষকদের নির্বিঘ্নে এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য একটি উন্মুক্ত পরিবেশ প্রয়োজন। বাংলাদেশের তরুণদের সংগ্রামের সাহসিকতা এবং আত্মত্যাগ আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। এই তরুণদের যাত্রাপথের সঙ্গী হতে এবং সমর্থন করতে আমরা প্রস্তুত।

তিনি বলেন, তথ্য অনুসন্ধান বা ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং মিশনের মাধ্যমে তরুণদের সঙ্গে ইতোমধ্যে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে। মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, নাগরিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ এবং উত্তরণের প্রক্রিয়াগুলোতে আমরা অন্তর্বর্তী সরকারকে সহায়তা করতে চাই।

উপাচার্য বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত জুলাই-আগস্টের নৃশংস ঘটনা তদন্তে কমিটি হয়েছে। এই কমিটি জাতিসংঘের তথ্যানুসন্ধান দলকে সহযোগিতা দেবে।

পরে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। মতবিনিময়ের আগে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় তরুণদের আঁকা দেয়াল লিখন ও গ্রাফিতি ঘুরে দেখেন।

ভোরের কাগজ

ঢাবিতে মতবিনিময়ে ফলকার তুর্ক
মানবাধিকার লঙ্ঘন দীর্ঘস্থায়ীভাবে মোকাবিলার সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে

ঢাবি প্রতিনিধি : '২৪-এর গণঅভ্যুত্থান-পূর্ববর্তী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কারী ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন জাতিসংঘের মানবাধিকার-বিষয়ক হাইকমিশনার ফলকার তুর্ক। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এই মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। এর আগে ক্যাম্পাসে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় তরুণদের আঁকা দেয়াল লিখন ও গ্রাফিতি পরিদর্শন করেন তিনি। মতবিনিময় সভায় ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান স্বাগত বক্তব্য দেন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদসহ ঢাকার জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী কার্যালয়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। ফলকার তুর্ক তার বক্তব্যে বাংলাদেশে সাম্প্রতিক ও অতীতের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোর ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, বাংলাদেশের সামনে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি দীর্ঘস্থায়ীভাবে মোকাবিলা করা এবং রাষ্ট্রীয় প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলো সংস্কারের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

তিনি বলেন, মানবাধিকারের ওপর ভিত্তি করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া কার্যকর করতে হবে। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সাংবাদিক, শ্রমজীবী, সমাজকর্মী এবং অন্য মানবাধিকার রক্ষকদের নির্বিঘ্নে এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য একটি উন্মুক্ত পরিবেশ প্রয়োজন। বাংলাদেশের তরুণদের সংগ্রামের সাহসিকতা এবং আত্মত্যাগ আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। তিনি আরো বলেন, এই তরুণদের যাত্রাপথের সঙ্গী হতে এবং সমর্থন করতে আমরা প্রস্তুত। তথ্য অনুসন্ধান বা ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং মিশনের মাধ্যমে তরুণদের সঙ্গে এরই মধ্যে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে। মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, নাগরিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, জবাবদিহি নিশ্চিতকরণ এবং উত্তরণের প্রক্রিয়াগুলোয় আমরা অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে সহায়তা করতে চাই।

এ সময় উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সংঘটিত জুলাই-আগস্টের নৃশংস ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করতে বিশ্ববিদ্যালয়ে এরই মধ্যে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনতে এই তদন্ত কমিটি জাতিসংঘের তথ্যানুসন্ধান দলকে সম্ভাব্য সব সহযোগিতা দেবে। উপাচার্য বলেন, এই আন্দোলনের সমন্বয়কারী ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়েই আমরা নতুন বাংলাদেশ গড়ার কাজে এগিয়ে যেতে চাই। মানবাধিকার ও মানবিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'জুলাই বিপ্লব কর্নার' স্থাপন করা হবে। এই গণঅভ্যুত্থানকে উপজীব্য করে একাডেমিক সম্মেলন ও কর্মশালা আয়োজন করা হবে।

পরে জাতিসংঘের মানবাধিকার-বিষয়ক হাইকমিশনার শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

নয়া দিগন্ত

বাংলাদেশে প্রকৃত গণতন্ত্র পুনরুজ্জীবিত করার সুযোগ তৈরি হয়েছে

ভলকার তুর্ক

ঢাবি প্রতিনিধি

জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার ভলকার তুর্ক বলেছেন, গণতন্ত্র হচ্ছে মানবজাতির কল্পনা করা সবচেয়ে শক্তিশালী ধারণাগুলোর একটি। এটি গত আড়াই হাজার বছর ধরে মানুষকে এর ভিত্তিতে পরিচালিত হতে উদ্বুদ্ধ করেছে। তবে বিভিন্ন সময় এর বিচ্যুতি ঘটে। এটি এমন একটি বিষয়, যা আমাদের প্রাথমিক পর্যায় থেকেই লালন এবং রক্ষা করতে হয়। জুলাই অভ্যুত্থানে প্রেক্ষাপটে বর্তমান বাংলাদেশে প্রকৃত গণতন্ত্র পুনরুজ্জীবিত করার ঐতিহাসিক সুযোগ তৈরি হয়েছে।

গতকাল বিকেল ৪টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আয়োজিত জুলাই অভ্যুত্থান-পূর্ববর্তী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কারী ও শিক্ষার্থীদের সাথে এক মতবিনিময় সভায় এ মন্তব্য করেন তিনি।

তিনি বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও দেশের তরুণ সমাজের একটি দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে। বিগত ৮০ বছর ধরে তারা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, ভাষার অধিকার, জনগণের অংশগ্রহণমূলক প্রতিনিধিত্ব এবং সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে শক্তিশালীভাবে সংগঠিত হয়েছেন। বর্তমান সময়েও গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, সমতা ও জবাবদিহিতার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও তরুণ সমাজ সারা দেশের গণতন্ত্রকামী মানুষের সাথে মিলে বাংলাদেশের জনগণের জন্য ন্যায়বিচার ও সমতার পক্ষে দাঁড়ানোর মাধ্যমে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। বিগত সরকারের আমলে আমরা দেখেছি এ দেশের মানুষের জীবনের বেশির ভাগ সময় ধ্বংসাত্মক এবং দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতি, অর্থনৈতিক বৈষম্য দ্বারা আচ্ছন্ন ছিল।

আপনাদের প্রতি আমার আহ্বান দেশকে এমন একটি সমতার ভিত্তির ওপর পুনর্গঠন করুন যেখানে শ্রেণী, লিঙ্গ, জাতি, রাজনৈতিক মতাদর্শ বা ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটি ব্যক্তির মতামত শোনা হয় এবং মূল্যায়িত হবে।

এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদসহ ঢাকাস্থ জাতিসঙ্ঘের আবাসিক সমন্বয়কারী কার্যালয়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এর আগে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ক্যাম্পাসে তরুণদের আঁকা দেয়াল লিখন ও গ্রাফিতি পরিদর্শন জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় তরুণদের আঁকা দেয়াল লিখন ও গ্রাফিতি পরিদর্শন করেন জাতিসঙ্ঘের মানবাধিকার বিষয়ক এই হাইকমিশনার।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৫ কার্তিক ১৪৩১

DU in Media

30 October 2024

কালের কণ্ঠ

প্রতিহিংসা, প্রতিশোধের নতুন দুষ্টচক্রের পুনরাবৃত্তি চাই না

জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধান ভলকার তুর্ক

কূটনৈতিক প্রতিবেদক ▷

বাংলাদেশে প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের নতুন দুষ্টচক্রের পুনরাবৃত্তি ঠেকানোর ওপর জোর দিয়েছেন জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ভলকার তুর্ক। গতকাল মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে বক্তব্য দেওয়ার সময় তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদবিরোধী নেতা নেলসন ম্যান্ডেলার মতো ব্যক্তিদের অনুপ্রেরণা নিতে বাংলাদেশিদের প্রতি আহ্বান জানান।

সভায় স্বাগত বক্তব্য দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদসহ ঢাকাস্থ জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী কার্যালয়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ভলকার তুর্ক

বাংলাদেশে অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে মানবাধিকার বিষয়ে সম্পৃক্ততা জোরদার নিয়ে আলোচনা করতে গতকাল মঙ্গলবার ঢাকায় এসেছেন ভলকার তুর্ক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তব্য দেওয়ার সময় তিনি গণতন্ত্র, জবাবদিহি ও সাম্য প্রতিষ্ঠায় এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সাম্প্রতিক ভূমিকার কথা স্মরণ করেন। তিনি বলেন, সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মাদরাসা, কলেজ ও স্কুলের শিক্ষার্থীদের নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা

▶▶ পৃষ্ঠা ৯ ক. ৩

প্রতিহিংসা, প্রতিশোধের নতুন

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

সাম্য ও ন্যায়বিচারের পক্ষে ব্যাপক সাহস দেখিয়েছেন। শিক্ষার্থী, রিকশাচালক, নারী নেত্রী থেকে শুরু করে আন্দোলনকারীদের সংগ্রাম, বীরত্ব ও চরম আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করেন জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধান। আহতদের দ্রুত সুস্থতা কামনা করেন তিনি।

শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ভলকার তুর্ক বলেন, 'আমরা এমন এক দুঃসময়ে বাস করছি, যখন সংঘাত ছড়িয়ে পড়ছে, আন্তর্জাতিক আইনের অপব্যবহার ও মানবাধিকার পদদলিত হচ্ছে। আমরা প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের একটি দুষ্ট নতুন চক্রের পুনরাবৃত্তি হতে দিতে পারি না। আপনারা নেলসন ম্যান্ডেলার মতো রোল মডেলদের থেকে অনুপ্রেরণা নিন।'

সারা বিশ্বে তরুণরা অস্থিরতাসহ বিভিন্ন সংকটের মুখোমুখি হচ্ছে বলে জানান জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধান। বাংলাদেশ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'যেই রাষ্ট্রক্ষমতায় থাকুক না কেন, জীবনের বেশির ভাগ সময় ধ্বংসাত্মক ও দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতির কারণে বৈষম্যের অর্থনীতিকে আবদ্ধ করে রেখেছে। বিরোধী রাজনীতি, নাগরিকদের ভিন্নমত এবং শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ প্রায়ই সহিংসভাবে দমন করা হয়। মানবাধিকারের নৃশংস লঙ্ঘন যেমন বিচারবহির্ভূত হত্যা, গুম, নির্বিচারে গ্রেপ্তার, আটক ও নির্যাতনের ঘটনাগুলো অস্বীকার করা এবং অপরাধীদের দায়মুক্তি দেওয়া হয়।

ভলকার তুর্ক বলেন, সমৃদ্ধি, সম্ভাবনা, সিদ্ধান্ত নেওয়া ও সমতা প্রতিষ্ঠার সুযোগ অনেকেরই ছিল না। তরুণরা নির্দিষ্ট উপায়ে সংগ্রাম করেছে। মানসম্পন্ন শিক্ষা ও চাকরির সুযোগ ছাড়াই অনেকে মূল ধারা থেকে দূরে এবং ভোটাধিকার বঞ্চিত ছিল। কিন্তু এই দেশের তরুণরা দেশকে ভিন্ন পথে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ ছিনিয়ে নিয়েছে।

বাংলাদেশিদের উদ্দেশে ভলকার তুর্ক বলেন, 'শ্রেণি, লিঙ্গ, জাতি, রাজনৈতিক মতাদর্শ বা ধর্ম-নির্বিশেষে সবার কণ্ঠস্বর শোনা যায় এবং গুরুত্ব পায়—এমন একটি সমতাভিত্তিক রাষ্ট্র পুনর্গঠনের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। আর সেই পথে নেতৃত্ব দিয়েছে তরুণরাই।'

গণতন্ত্রকে মানবতার স্বপ্নে দেখা সবচেয়ে শক্তিশালী ধারণাগুলোর অন্যতম হিসেবে উল্লেখ করেন জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধান। তিনি বলেন, বাংলাদেশিরা নিকট অতীতের সহিংসতাকে পেছনে ফেলে নতুন সমাজ ও ভবিষ্যতের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। গণতন্ত্র ও আইনের শাসন বাংলাদেশিদের রূপরেখা হতে পারে। তিনি এমন একটি গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার ওপর গুরুত্বারোপ করেন, যেখানে উন্নতের ভিত্তি হবে অন্তর্ভুক্তি, অংশগ্রহণমূলক ও জবাবদিহি।

তুর্ক বলেন, 'ন্যায়বিচারের সাধনায় শুধু বিচার নয়, এ ধরনের সমস্যার মূল কারণগুলোর সমাধানের লক্ষ্য থাকতে হবে। শুধু পেছনে তাকানো নয়, আমাদের সামনে তাকানো প্রয়োজন।'

ভলকার তুর্ক আরো বলেন, সত্য, জবাবদিহি, প্রতিকার ও নিরাময়ের জন্য জাতীয় সংলাপ প্রয়োজন। এখন বৃহত্তর পরিসরে দীর্ঘস্থায়ী মানবাধিকার লঙ্ঘনের মোকাবেলা করার জন্য একটি উন্মুক্ত, বৈচিত্র্যময় ও সহনশীল নাগরিক সমাজের সুযোগ পুনঃসৃষ্টি এবং রাষ্ট্রীয় প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলোর সংস্কারের একটি গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ রয়েছে।

জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক প্রধান বাংলাদেশের সমাজে ক্ষমতার অপব্যবহারের পুনরাবৃত্তি ঠেকানো নিশ্চিত করতে সামাজিক সংহতি ও প্রতিষ্ঠানগুলো পুনঃপ্রতিষ্ঠায় জোর দেন। নিবর্তনমূলক আইনগুলো সংশোধন বা বাতিল এবং মৃত্যুদণ্ড বিলোপের আহ্বান জানান তিনি।

গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় মানবাধিকারকে গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানান ভলকার তুর্ক। তিনি বলেন, বাংলাদেশকে গত কয়েক দশকের বিভক্তির রাজনীতির সঙ্গে লড়াই করতে হবে। এই রাজনীতি জনগণের সেবায় কাজে আসেনি। সব দল যাতে সমান সুযোগ পায় ও স্বাধীনভাবে রাজনীতিতে অংশ নিতে পারে, সেই উদ্যোগ থাকতে হবে। জনগণের অবশ্যই গণতান্ত্রিক শাসন ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার সত্যিকারের সুযোগ থাকতে হবে। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য মত প্রকাশের স্বাধীনতা, সমবেত হওয়ার স্বাধীনতা ও সংগঠন করার স্বাধীনতা থাকতে হবে।

জাতিসংঘের মানবাধিকার প্রধান বাংলাদেশকে তাঁর সম্ভাবনা বাস্তবায়নে সুস্পষ্ট রূপরেখা প্রণয়নের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, 'বৈষম্য, প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের চক্র, প্রান্তিকতা, দুর্নীতি ও মানবাধিকার লঙ্ঘনকে অবশ্যই অতীতে পাঠাতে হবে। সেগুলোর কোনো পুনরাবৃত্তি হতে দেওয়া বা সেখানে ফিরে যাওয়া যাবে না। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ হবে সাম্যের ও ন্যায়ের।'

কালের কণ্ঠ'র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি জানান, বক্তব্য দেওয়ার আগে ভলকার তুর্ক বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকে নিয়ে তরুণদের আঁকা দেয়াল লিখন ও গ্রাফিতি পরিদর্শন করেন। পরে তিনি সিনেট ভবনে '২৪-এর গণ-অভ্যুত্থান পূর্ববর্তী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কারী ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময়সভায় মিলিত হন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সংঘটিত জুলাই- আগস্টের নৃশংস ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করতে বিশ্ববিদ্যালয়ে এরই মধ্যে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনতে এই কমিটি জাতিসংঘের তথ্যানুসন্ধান দলকে সম্ভাব্য সব সহযোগিতা প্রদান করবে।

উপাচার্য বলেন, 'মানবাধিকার ও মানবিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। জুলাই- আগস্টের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'জুলাই বিপ্লব কর্ণার' স্থাপন করা হবে। এই গণ-অভ্যুত্থানকে উপজীব্য করে একাডেমিক সম্মেলন ও কর্মশালা আয়োজন করা হবে।

পরে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

যুগান্তর

সমন্বয়ক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময়ে ভলকার তুর্ক

বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনরুজ্জীবিত করার সুযোগ হয়েছে

ঢাবি প্রতিনিধি

জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ভলকার তুর্ক বলেছেন, গণতন্ত্র হচ্ছে মানবজাতির কল্পনা করা সবচেয়ে শক্তিশালী ধারণাগুলোর একটি। এটি গত আড়াই হাজার বছর যাবৎ মানুষকে এর ভিত্তিতে পরিচালিত হতে উদ্বুদ্ধ করেছে। তবে বিভিন্ন সময় এর বিচ্যুতি ঘটে। এটি এমন একটি বিষয় যা আমাদের প্রাথমিক পর্যায় থেকেই লালন এবং রক্ষা করতে হয়। জুলাই অভ্যুত্থানের প্রেক্ষাপটে বর্তমান বাংলাদেশে প্রকৃত গণতন্ত্র পুনরুজ্জীবিত করার ঐতিহাসিক সুযোগ তৈরি হয়েছে।

মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে

■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

ঢাবির ভিসি চত্বরে গ্রাফিতি দেখছেন জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ভলকার তুর্ক যুগান্তর

বাংলাদেশে গণতন্ত্র পুনরুজ্জীবিত করার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আয়োজিত জুলাই অভ্যুত্থান পূর্ববর্তী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়ক ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এক মতবিনিময় সভায় তিনি এসব কথা বলেন। ভলকার তুর্ক বলেন, বাংলাদেশের ইতিহাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও দেশের তরুণ সমাজের দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ ইতিহাস রয়েছে। বিগত ৮০ বছর যাবৎ তারা মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, ভাষার অধিকার, জনগণের অংশগ্রহণমূলক প্রতিনিধিত্ব এবং সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে শক্তিশালীভাবে সংগঠিত হয়েছেন। বর্তমান সময়েও তারা গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার, সমতা ও জবাবদিহিতার জন্য সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও তরুণ সমাজ সারা দেশের গণতন্ত্রকামী মানুষের সঙ্গে মিলে বাংলাদেশের জনগণের জন্য ন্যায়বিচার ও সমতার পক্ষে দাঁড়ানোর মাধ্যমে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

তিনি বলেন, বিগত সরকারের আমলে আমরা দেখেছি এ দেশের মানুষ জীবনের বেশির ভাগ সময় ধ্বংসাত্মক এবং দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনীতি, অর্থনৈতিক বৈষম্যে আচ্ছন্ন ছিল। বিগত সরকারগুলো প্রায়ই রাজনৈতিক বিরোধ, নাগরিকদের ভিন্নমত এবং শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ সহিংসভাবে দমন করেছে। অস্বীকৃতি এবং দায়মুক্তির চর্চার সঙ্গে মিলিত হয়ে মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন যেমন : বিচারবহির্ভূত হত্যা, বলপূর্বক গুম, নির্বিচারে গ্রেফতার, নির্যাতনের মতো ঘটনা অহরহ ঘটেছে। যেই মুহূর্তে দেশের জনমানুষের সমৃদ্ধি, সুযোগ, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নাগালের বাইরে ছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে তরুণরা বিশেষ একটি সংগ্রাম করেছে। শিক্ষার্থী তরুণরা দেশকে একটি ভিন্ন পথে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ গ্রহণ করেছেন। জুলাই অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশে প্রকৃত গণতন্ত্র পুনরুজ্জীবিত করার একটি ঐতিহাসিক সুযোগ তৈরি হয়েছে।

ভলকার তুর্ক বলেন, আপনাদের প্রতি আমার আহ্বান দেশকে এমন একটি সমতার ভিত্তির ওপর পুনর্গঠন করুন, যেখানে শ্রেণি, লিঙ্গ, জাতি, রাজনৈতিক মতাদর্শ বা ধর্ম নির্বিশেষে প্রতিটি ব্যক্তির মতামত শোনা হবে এবং মূল্যায়িত হবে।

মানবাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রতিষ্ঠান নির্মাণ, নাগরিক অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা, জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণ এবং উত্তরণের প্রক্রিয়াগুলোতে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে সহায়তা করার কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, বাংলাদেশের সামনে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়টি দীর্ঘস্থায়ীভাবে মোকাবিলা করা এবং রাষ্ট্রীয় প্রধান প্রতিষ্ঠানগুলো সংস্কারের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। মানবাধিকারের ওপর ভিত্তি করে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া কার্যকর করতে হবে। মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সাংবাদিক, শ্রমজীবী, সমাজকর্মী এবং অন্যান্য মানবাধিকার রক্ষকদের নির্বিঘ্নে এবং স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য একটি উন্মুক্ত পরিবেশ প্রয়োজন। বাংলাদেশের তরুণদের সংগ্রামের সাহসিকতা এবং আত্মত্যাগ আমাদের অনুপ্রাণিত করেছে। এই তরুণদের যাত্রাপথের সঙ্গী হতে এবং সমর্থন করতে আমরা প্রস্তুত। তথ্য অনুসন্ধান বা ফ্যাক্ট-ফাইন্ডিং মিশনের মাধ্যমে তরুণদের সঙ্গে ইতোমধ্যে আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে। সভায় ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে সংঘটিত জুলাই-আগস্টের নৃশংস ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের চিহ্নিত করতে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতোমধ্যেই একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। অপরাধীদের বিচারের আওতায় আনতে এই কমিটি জাতিসংঘের তথ্যানুসন্ধান দলকে সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতা করবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে ছাত্র আন্দোলনের এপিক সেন্টার হিসাবে উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, এই আন্দোলনের সমন্বয়কারী ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়েই আমরা নতুন বাংলাদেশ গড়ার কাজে এগিয়ে যেতে চাই। মানবাধিকার ও মানবিক মূল্যবোধ সমুন্নত রাখতে আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। জুলাই-আগস্টের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে জুলাই বিপ্লব কর্নার স্থাপন করা হবে। এছাড়া আয়োজন করা হবে একাডেমিক সম্মেলন ও কর্মশালা।

এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদসহ ঢাকাস্থ জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী কার্যালয়ের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। এর আগে জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সময় তরুণদের আঁকা দেয়াল লিখন ও গ্রাফিতি পরিদর্শন করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিদর্শন : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি চত্বর এলাকায় দেওয়ালে আঁকা বৈষম্যবিরোধী গ্রাফিতি ঘুরে দেখেছেন জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ভলকার তুর্ক। তিনি মঙ্গলবার ২৪-এর গণ-অভ্যুত্থান পরবর্তী ছাত্র আন্দোলনের সমন্বয়কারী ও শিক্ষার্থীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। মতবিনিময়ের আগে তিনি অভ্যুত্থানের স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে থাকা ক্যাম্পাসের দেওয়ালের গ্রাফিতিগুলো ঘুরে দেখেন, যা দেশজুড়ে বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনের চেতনা ও শিল্পকর্মের মাধ্যমে প্রতিফলিত হচ্ছে।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৫ কার্তিক ১৪৩১

DU in Media

30 October 2024

The New Age

DU to establish 'July Revolution Corner'

DU Correspondent

DHAKA University vice-chancellor professor Niaz Ahmed Khan announced Tuesday that the DU authorities would establish a 'July Revolution Corner' to honour the student-led uprising of July-August 2024.

The university also plans to host academic conferences and workshops centred on the events of the uprising.

Professor Niaz shared the initiative during a meeting with students and coordinators of the student movement at DU's Nabab Nawab Ali Chowdhury senate building.

United Nations high commissioner for human rights Volker Turk attended the event alongside DU proctor associate professor Saifuddin Ahmed and officials from the UN resident coordinator's office in Dhaka.

Before the meeting, Volker Turk viewed graffiti created by students on the DU campus during the July uprising.

In his remarks, VC Niaz Ahmed said that they aspired to build a new Bangladesh together with the coordinators and students of the movement.

He also confirmed that DU had established a committee to investigate the violent incidents of August. 'This committee will fully cooperate with the UN's fact-finding team to bring the perpetrators to justice.'

High commissioner Volker Turk highlighted the need to address human rights issues in Bangladesh, stating that Bangladesh had a unique opportunity to confront human rights violations and to introduce reforms within its core institutions.

He expressed the UN's commitment to supporting the interim government in rebuilding institutions, reinstating civil rights, promoting accountability, and implementing processes for a smooth transition.

কালবেলা

জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার ফলকার টুর্ক মঙ্গলবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জুলাই গণঅভ্যুত্থানের সময় তরুণদের আঁকা দেয়াল লিখন ও গ্রাফিতি পরিদর্শন করেন ›› কালবেলা

প্রথম আলো

তিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ফলকার টুর্ক ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থান নিয়ে আঁকা গ্রাফিতি দেখছেন। গতকাল বিকেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ম্পাসে। ছবি : তানভীর আহাম্মেদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ফলকার টুর্ক

জুলাই হত্যাকাণ্ডের বিচারসহ নানা বিষয়ে বললেন শিক্ষার্থীরা

নিজস্ব প্রতিবেদক, *ঢাকা*

জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ফলকার টুর্ক ঢাকা সফরের প্রথম দিনে গতকাল মঙ্গলবার বিকেলে গিয়েছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। সেখানে ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীদের সঙ্গে তিনি মতবিনিময় করেন। শিক্ষার্থীরা তাঁর কাছে জুলাই অভ্যুত্থান হত্যাকাণ্ডের বিচারসহ নানা বিষয়ে কথা বলেন।

বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী

এরপর পৃষ্ঠা ৪ কলাম ১

বিষয়ে তিনি বলেন, 'গাজা আমাদের একটি বড় উদ্বেগের জায়গা। কিছু সিদ্ধান্তে আমরাও মাঝেমধ্যে আশাহত হয়ে পড়ি।'

অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়াজ আহমেদ খান, জাতিসংঘের জ্যেষ্ঠ মানবাধিকারবিষয়ক উপদেষ্টা হুমা খান, জাতিসংঘের আবাসিক সমন্বয়কারী গোয়েন লুইস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর সাইফুদ্দীন আহমেদ প্রমুখ বক্তব্য দেন। আয়োজনের শুরুতে জুলাই অভ্যুত্থানে নিহত ব্যক্তিদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

জুলাই হত্যাকাণ্ডের

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সিনেট ভবনে মতবিনিময় অনুষ্ঠানে অংশ নেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা। কয়েকজন শিক্ষার্থী অভ্যুত্থানে নিজেদের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরেন। অনেকে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। ফলকার টুর্ক কিছু প্রশ্নের উত্তরও দেন।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় ইউল্যাবের শিক্ষার্থী শ্যামলী সুলতানা ফলকার টুর্ককে বলেন, 'আমাদের জুলাই বিপ্লবে হাজারো বেসামরিক মানুষ পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন, সাধারণ জনগণের ওপর নির্বিচার নিপীড়ন করা হয়েছে। ফ্যাসিস্ট হাসিনা সরকারের আমলে মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘন ও গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে। তারা রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকে জনগণের বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়েছে। আমরা আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে সব মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার দাবি করছি।' কোটা সংস্কার থেকে সরকার পতনের আন্দোলনে নারীদের আত্মত্যাগের কথাও তুলে ধরেন তিনি।

জুলাই অভ্যুত্থানে নিজের অভিজ্ঞতা এবং গত ১৫ বছর শিক্ষার্থীদের ওপর ক্ষমতাসীন দলের ছাত্রসংগঠনের নির্যাতনের কথা তুলে ধরেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতা রেজোয়ান আহমেদ রিফাত। তিনি বলেন, "আমি এই অপরাধীদের আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী বিচার চাই।" ফিলিস্তিনসহ পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে ফ্যাসিবাদে ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংহতির আহ্বান জানান তিনি।

২০১৩ সালে শাপলা চত্বরের ঘটনাকে 'গণহত্যা' উল্লেখ করে এ বিষয়ে ফলকার টুর্কের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আশরাফ মাহদী।

পরে প্রশ্নোত্তর পর্ব শুরু হয়। জুলাই হত্যাকাণ্ডের কথা উল্লেখ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী আবদুল্লাহ ইবনে হানিফ প্রশ্ন করেন, এই মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে জাতিসংঘ কী ব্যবস্থা নেবে? আওয়ামী লীগ ও তাদের মিত্রদের আন্তর্জাতিকভাবে নিষিদ্ধ করার আহ্বান জানান তিনি।

১৫ জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি চত্বরে ছাত্রীদের ওপর ছাত্রলীগের হামলা ও শ্লীলতাহানির ঘটনার বিষয়ে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশন কী ধরনের ভূমিকা পালন করবে, সে প্রশ্ন করেন বেগম বদরুন্নেসা সরকারি মহিলা কলেজের ছাত্রী সিনথিয়া জাহান আয়েশা। তাঁর আরও প্রশ্ন ছিল, ফিলিস্তিনে গণহত্যা বন্ধে জাতিসংঘ কী পদক্ষেপ নিচ্ছে। মিয়ানমারে গণহত্যা থেকে বাঁচতে কক্সবাজারে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে পাঠাতে কমিশন কী ভূমিকা রাখছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসী জনগোষ্ঠী বৈষম্য ও প্রান্তিকীকরণের শিকার হচ্ছে উল্লেখ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী রূপাইয়া শ্রেষ্ঠা তঞ্চংগ্যা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামের সমস্যা নিরসনে জাতিসংঘের কোনো পরিকল্পনা আছে কি?

ফলকার টুর্ক বলেন, 'সারা বিশ্বে দলীয় রাজনীতি সংকটে আছে। কেউ কেউ বলে থাকেন, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে মানবাধিকারও সংকটে আছে। কিন্তু আমার কাছে মনে হয়, সংকটে আছে মূলত মানবাধিকারের বাস্তবায়ন এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব।'

ফলকার টুর্ক বলেন, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের অনুরোধে কয়েক সপ্তাহ আগে তাঁরা একটি তথ্যানুসন্ধান মিশন পাঠিয়েছেন। এই মিশন গত কয়েক মাসের ঘটনা খতিয়ে দেখবে। এখনো এ নিয়ে কাজ

খবরের কাগজ

তিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ভলকার তুর্ক গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে জুলাই -অভ্যুত্থানের তরুণদের আঁকা দেয়াললিখন ও গ্রাফিতি পরিদর্শন করেন খবরের কাগজ

বাংলাদেশ প্রতিদিন

জাতিসংঘের মানবাধিকার হাইকমিশনার ভলকার তুর্ক গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ঘুরে গ্রাফিতি দেখেন —এএফপি

ইত্তেফাক

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে আঁকা গ্রাফিতি গতকাল ঘুরে দেখেন জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক হাইকমিশনার ফলকার টুর্ক —আব্দুল গনি

....

The New Age

Dhaka University vice-chancellor Professor Niaz Ahmad Khan, among others, poses for a photo at the Dhaka University Class IV Employees Union office on Monday after handing over the cheque of Nurul Islam Memorial Trust Fund Scholarship to six students. — Press release

6 DU students get Nurul Islam memorial scholarship

Staff Correspondent

SIX students of different departments of Dhaka University under 2022-2023 academic year received Nurul Islam Memorial Trust Fund Scholarship for their good behaviour, regular attendance in class and good results in exams.

University vice-chancellor Professor Niaz Ahmad Khan attended a function as the chief guest at the Dhaka University Class IV Employees Union office on Monday evening and handed over the scholarship check to the students. Dhaka University Class IV Employees Union organised this scholarship event.

Vice-chancellor Professor Niaz Ahmed Khan, paying deep respect to the memory of Md Nurul Islam, said that he fought all in his life to establish a non-discrimination and humane society.

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৫ কার্তিক ১৪৩১

DU in Media

30 October 2024

ভোরের কাগজ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গত সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারী ইউনিয়ন কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে 'মো. নুরুল ইসলাম স্মারক ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি'র চেক তুলে দেন। বিজ্ঞপ্তি

'নুরুল ইসলাম স্মারক ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি' পেল ঢাবির ৬ শিক্ষার্থী

সদাচরণ, ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিতি ও পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে অধ্যয়নরত ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষের ৬ জন শিক্ষার্থী 'মো. নুরুল ইসলাম স্মারক ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি' লাভ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান গত সোমবার সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারী ইউনিয়ন কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারী ইউনিয়ন এই বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা এবং রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৪র্থ শ্রেণি কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি মো. শাহজাহান স্বাগত বক্তব্য রাখেন এবং সাধারণ সম্পাদক মো. সেলিম মিয়া অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন।

বৃত্তি প্রাপ্তরা হলেন– বাংলা বিভাগের ২য় বর্ষের শিক্ষার্থী মো. মেহেদী হাসান, ফিন্যান্স বিভাগের ১ম বর্ষের শিক্ষার্থী মো. কলিম উল্লাহ, অর্গানাইজেশন স্ট্র্যাটেজি অ্যান্ড লিডারশিপ বিভাগের ২য় বর্ষের শিক্ষার্থী সুমাইয়া রহমান, অর্থনীতি বিভাগের ১ম বর্ষের শিক্ষার্থী সাবিহা আলম রাইকা ও ২য় বর্ষের শিক্ষার্থী রুমানা আলম নিশি এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ১ম বর্ষের শিক্ষার্থী মো. আল মোমীনীন হাসান।

উল্লেখ্য, প্রয়াত মো. নুরুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারী ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন। বিজ্ঞপ্তি

নয়া দিগন্ত

ঢাবির ৬ শিক্ষার্থীর 'নুরুল ইসলাম স্মারক ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি' লাভ

সদাচরণ, ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিতি ও পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে অধ্যয়নরত ২০২২-২৩ শিক্ষাবর্ষের ৬ শিক্ষার্থী 'মো: নুরুল ইসলাম স্মারক ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি' লাভ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান আজ ২৮ অক্টোবর ২০২৪ সোমবার সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়ন কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চতুর্থ শ্রেণী কর্মচারী ইউনিয়ন এই বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানের ৪র্থ পৃ: ৫-এর কলামে

বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সাথে ঢাবি ভিসিসহ অতিথিরা

ঢাবির ৬ শিক্ষার্থীর 'নুরুল ইসলাম

দেশ রুপান্তর

ঢাবি ভিসির সঙ্গে ডিএমপি প্রতিনিধি দলের সাক্ষাৎ

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার (ট্রাফিক) খোন্দকার নাজমুল হাসানের নেতৃত্বে ৬ সদস্যবিশিষ্ট একটি প্রতিনিধিদল গত সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের সঙ্গে তার কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করে। এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এবং প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ উপস্থিত ছিলেন। সাক্ষাৎকালে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য ক্যাম্পাসে শাটল বাস সার্ভিস চালু ও রুট নির্ধারণ, ক্যাম্পাসে গণপরিবহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ, ৬টি প্রবেশ মুখে 'বার' স্থাপনসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন। উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, শিক্ষার্থীদের চলাচলের সুবিধার্থে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শাটল বাস সার্ভিস চালুর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। এই বাস সার্ভিস দ্রুত চালু করার ব্যাপারে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ক্যাম্পাসে ট্রাফিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়নসহ বিভিন্ন বিষয়ে তিনি ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন। বিজ্ঞপ্তি

দৈনিক বাংলা

স্বপ্নের শাটল চালু ১৫ নভেম্বর

আমজাদ হোসেন হৃদয়

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শিক্ষার্থীদের দীর্ঘদিনের প্রাণের দাবি ক্যাম্পাসে চক্রাকার বাস বা শাটল সার্ভিস চালু করা। সে দাবি আলোর মুখ দেখতে যাচ্ছে। আগামী ১৫ নভেম্বর 'গণঅভ্যুত্থানের রঙ' লাল রঙের তিন বাস দিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে এ স্বপ্ন চালু করার পরিকল্পনা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এটি চালু হলে ক্যাম্পাসে মাত্রাতিরিক্ত রিকশাভাড়া, জ্যাম, রাস্তা পারাপারের ক্ষেত্রে দুর্ঘটনাসহ নানাবিধ সমস্যা থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে বলে মনে করছেন শিক্ষার্থীরা।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন অফিস সূত্রে জানা যায়, শিক্ষার্থীদের জন্য শাটল সার্ভিস চালুর লক্ষ্যে ইতিমধ্যে টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে এবং প্রাথমিকভাবে রুট ও স্টেশন নির্ধারণ করা হয়েছে। ছুটির দিন ছাড়া প্রতিদিনই সকাল ৭টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত চক্রাকারে চলবে এ বাস। ১৫ মিনিট পরপর স্টেশন থেকে ছাড়বে তিনটি বাস। প্রথম তিন মাস পরীক্ষামূলকভাবে চলবে এ সার্ভিস। এরপর শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী পরিচালনা করা হবে বলে জানায় এ দপ্তর। পরিবহন অফিসের পরিকল্পনা অনুযায়ী, বাসগুলো সুফিয়া কামাল হল এবং নীলক্ষেত থেকে ছাড়া হতে পারে। চক্রাকারে বাসগুলো একুশে হল, কার্জন হল, মোকারম ভবন, কাজী মোতাহার হোসেন ভবন, টিএসসি, চারুকলা, কলাভবন, ভিসি চত্বর হয়ে নীলক্ষেত মোড়ে আসবে। এ ছাড়া নীলক্ষেত মোড় থেকে ছাড়া বাস পলাশী, ফুলার রোড, জগন্নাথ হল স্টেশনেও থামবে। চালুর আগে তিনটি বাসের জন্য চূড়ান্তভাবে

রুট নির্ধারণ করা হবে এবং প্রয়োজনে সংশোধন করা হবে বলে জানায় এ অফিস।

বিশ্ববিদ্যালয়ের হিসাব পরিচালকের অফিস সূত্রে জানা যায়, শিক্ষার্থীদের জন্য এ সার্ভিসটি চালু করতে বছরে প্রায় ৭০-৮০ লাখ টাকা খরচ হবে। তবে শিক্ষার্থীদের জন্য বাস উপহার পেতেও চেষ্টা করছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। এ ছাড়া চব্বিশের অভ্যুত্থানের স্মৃতি রক্ষার্থে বাসের রঙ লাল করার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানা যায়। শিক্ষার্থীদের জন্য ক্যাম্পাসে শাটল বাস সার্ভিস চালু, রুট নির্ধারণ, ক্যাম্পাসে গণপরিবহন চলাচল নিয়ন্ত্রণ ও ছয়টি প্রবেশমুখে 'বার' স্থাপনের বিষয়ে গত সোমবার ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত কমিশনার (ট্রাফিক) খোন্দকার নাজমুল হাসানের নেতৃত্বে ছয় সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল ঢাকা

পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৬

স্বপ্নের শাটল চালু

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খানের কার্যালয়ে সাক্ষাৎ করে। উভয়ই এসব বিষয়ে আলোচনা করেন এবং সহযোগিতার আশ্বাস দেন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী এবং প্রক্টর সহযোগী অধ্যাপক সাইফুদ্দীন আহমদ উপস্থিত ছিলেন।

ঢাবির আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের শিক্ষার্থী রিফাত রশিদ বলেন, 'ক্যাম্পাসে চলাফেরার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের দুঃখ সীমাহীন। সিন্ডিকেট করে মাত্রাতিরিক্ত রিকশাভাড়াসহ নানাবিধ সমস্যায় শিক্ষার্থীদের ভোগান্তি চরমে উঠেছে। একাধিক নগর পরিকল্পনাবিদের সঙ্গে কথা বলার পর তাদের অধিকাংশেরই মতামত হলো এ সমস্যার সবচেয়ে কার্যকরী সমাধান অযাচিত যানবাহন সরিয়ে দিয়ে ক্যাম্পাসে চক্রাকার বাস চালু করা। এ সমাধানই আসলে ঢাবির শিক্ষার্থীদের দীর্ঘদিনের দাবি। অতীতেও ক্যাম্পাসে চক্রাকার বাস চালুর জন্য আমরা দাবি জানিয়েছি, বিগত প্রশাসনকে অবগত করেছি। তবে ফ্যাসিস্ট প্রশাসন বরাবরের মতোই আশ্বাস দিয়ে তা আর পালন করেনি। আমরা পুনরায় ক্যাম্পাসে চক্রাকার বাস চালু করার দাবি ভিসি স্যারের কাছে উত্থাপন করেছি। এ বিষয়ে প্রশাসনের সদিচ্ছাও লক্ষণীয়।'

শাটল সার্ভিস চালুর বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত পরিবহন ম্যানেজার মো. কামরুল হাসান দেশ রূপান্তরকে বলেন, 'ঢাবির শিক্ষার্থীদের দীর্ঘদিনের স্বপ্নের চক্রাকার বাস বা শাটল সার্ভিস আমরা চালু করতে যাচ্ছি। এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান প্রশাসন খুবই আন্তরিক। আগামী ১৫ তারিখ, না হলে এরপর যেকোনো দিন এ সার্ভিস উদ্বোধন করা হবে। প্রাথমিকভাবে তিনটি বাস দিয়ে আমরা পরীক্ষামূলক চালু করছি। এরপর শিক্ষার্থীদের চাহিদা অনুযায়ী এর সংখ্যা বাড়তে পারে। আশা করি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের ক্যাম্পাসে যাতায়াতের জন্য এটি নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হবে। শিক্ষা কার্যক্রম সচল রাখতে এটি দারুণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশা করি।'

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, শিক্ষার্থীদের চলাচলের সুবিধার্থে ক্যাম্পাসে শাটল বাস সার্ভিস চালুর বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন। এ বাস সার্ভিস দ্রুত চালু করার ব্যাপারে আশাবাদ ব্যক্ত এবং এ বিষয়ে সবার সহযোগিতা কামনা করেন তিনি।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

১৫ কার্তিক ১৪৩১

DU in Media

30 October 2024

দৈনিক বর্তমান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে অধ্যয়নরত ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষের ৬ জন মেধাবী শিক্ষার্থী 'মো. নুরুল ইসলাম স্মারক ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি' লাভ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান সোমবার সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারী ইউনিয়ন কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন। ছবিতে অতিথিবৃন্দের সঙ্গে বৃত্তিপ্রাপ্তরা -বর্তমান

ঢাবি'র ৬ শিক্ষার্থীর 'নুরুল ইসলাম স্মারক ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি' লাভ

ঢাবি প্রতিনিধি

সদাচরণ, ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিতি ও পরীক্ষায় ভালো ফলাফল করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে অধ্যয়নরত ২০২২-২০২৩ শিক্ষাবর্ষের ৬ জন শিক্ষার্থী 'মো. নুরুল ইসলাম স্মারক ট্রাস্ট ফান্ড বৃত্তি' লাভ করেছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান সোমবার সন্ধ্যায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারী ইউনিয়ন কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির চেক তুলে দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারী ইউনিয়ন এই বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা এবং রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ৪র্থ শ্রেণি কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি মো. শাহজাহান স্বাগত বক্তব্য দেন এবং সাধারণ সম্পাদক মো. সেলিম মিয়া অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান প্রয়াত মো. নুরুল ইসলামের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, একটি বৈষম্যহীন ও মানবিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় তিনি আজীবন লড়াই করে গেছেন। বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে উপাচার্য বলেন, এ ধরনের কার্যক্রমের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সফলতাকে স্বীকৃতি দেয়া হয়। এতে শিক্ষার্থীরা লেখাপড়ায় উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হয়। শিক্ষার্থীদের সহায়তায় এগিয়ে আসার জন্য তিনি বিত্তবানদের প্রতি আহ্বান জানান।

বৃত্তি প্রাপ্তরা হলেন—বাংলা বিভাগের ২য় বর্ষের শিক্ষার্থী মো. মেহেদী হাসান, ফিন্যান্স বিভাগের ১ম বর্ষের শিক্ষার্থী মো. কলিম উল্লাহ, অর্গ্যানাইজেশন স্ট্র্যাটেজি এন্ড লিডারশীপ বিভাগের ২য় বর্ষের শিক্ষার্থী সুমাইয়া রহমান, অর্থনীতি বিভাগের ১ম বর্ষের শিক্ষার্থী সাবিহা আলম রাইকা ও ২য় বর্ষের শিক্ষার্থী রুমানা আলম নিশি এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের ১ম বর্ষের শিক্ষার্থী মো. আল মোমীনীন হাসান। উল্লেখ্য, প্রয়াত মো. নুরুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চতুর্থ শ্রেণি কর্মচারী ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ছিলেন।

The Daily Observer

DU, DMP discuss to launch shuttle bus service on campus

DU Correspondent

A six-member delegation led by Dhaka Metropolitan Police (DMP) Additional Commissioner (Traffic) Khondaker Nazmul Hasan met Dhaka University (DU) Vice Chancellor Prof Niaz Ahmed Khan at his office on Monday and discussed controlling of public transport movement on the campus.

Besides, they discussed to launch a shuttle bus service on the campus for the university students, determine routes and to set up bars at six entrances.

Prof Niaz said the university authorities have already taken steps to start shuttle bus service on the campus.

He sought support from DMP in various matters including the development of traffic management on the campus.